গুজবে কান না দিয়ে প্রতিরোধে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে

জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় বলেছেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়ানো গুজবে কান না দিয়ে তা প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এ ক্ষেত্রে সমাজের সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। একই সঙ্গে তিনি বলেন, মাদকের প্রতি আসক্তি মানুষের মেধাকে কুলুষিত করে এবং সমাজের জন্য ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে।

জেলা প্রশাসক আরো বলেন, ভালোকে গ্রহণ করতে হবে এবং মন্দকে বর্জন করতে হবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বিশ্বকে এক সুতোয় বেঁধেছে, তবে এ মাধ্যমে ছড়ানো গুজব ও বিভ্রান্তিকর তথ্যের বিরুদ্ধে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভ্রান্তিকর তথ্য ও অপপ্রচার বিস্তারের প্রেক্ষাপটে সরকারি কর্মকর্তা, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য দেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়। তিনি বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কোনো তথ্য দেখেই তা শেয়ার করা উচিত নয়। আগে তথ্যের সত্যতা যাচাই করতে হবে, এরপর মতামত প্রকাশ করতে হবে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত এ সভায় সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এস্তামুল হকের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য দেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. তরিকুল ইসলাম।

এ সময় আরও বক্তব্য দেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম নজরুল কবীর, জেলা জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির মাহবুব-উল আলম, জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আনসারুল হক, রেজাউল করিম এবং আনোয়ারুল হক কালুসহ অন্যান্যরা।

মতবিনিময় সভায় সরকারি চাকরিজীবী, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ইমাম এবং

বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরকে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে নিতে সকলের সহযোগিতা চান জেলা প্রশাসক

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সঙ্গে গাংনী উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, মুক্তিযোদ্ধা, জুলাই যোদ্ধা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক, শিক্ষক, সুশীল সমাজসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নেতৃবৃন্দের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার সময় গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাকক্ষে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়।

কৃষিপ্রধান মেহেরপুরে কৃষিতে সমৃদ্ধি আনতে এবং কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে নানা পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানান জেলা প্রশাসক। একই সঙ্গে প্রকৃত কৃষকরা যাতে সরকারের সকল সুবিধা পেয়ে নতুন নতুন ফসল উৎপাদন করতে পারেন, সে বিষয়েও কাজ করার অঙ্গীকার করেন তিনি। সেই সঙ্গে মেহেরপুরের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়নে কাজ করতে রাজনীতিবিদ, সাংবাদিকসহ সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস।

গাংনী উপজেলার ওপর প্রামাণ্যচিত্র উপস্থাপন করেন উপজেলা কৃষি অফিসার মতিয়ার রহমান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন।

গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার আব্দুল্লাহ আল মাসুমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু, উপজেলা জামায়াতের আমীর ডা. মো. রবিউল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, এনসিপির মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য সচিব মোজাহিদুল ইসলাম, সন্ধানী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবু জাফর, পলাশীপাড়া সমাজকল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন এবং মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান বকুলসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভায় গাংনীর সাব-রেজিস্টার অফিসের নানা অনিয়ম নিয়ে জেলা প্রশাসককে অবহিত করেন গাংনীবাসী। গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নের দাবি জানান উপস্থিত অনেকে।

সবার সহযোগিতায় এগিয়ে যাবে মেহেরপুর

মেহেরপুরের নবাগত জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় জেলার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় বলেছেন, সবার সহযোগিতা নিয়েই আমরা এগিয়ে যাব এবং মেহেরপুরবাসীকে ভালো রাখার জন্য কাজ করবো।

তিনি বলেন, অনেকেই অভিযোগ করেছেন ট্যাগ অফিসাররা সহযোগিতা করতে পারছেন না। তবে এই ক্ষেত্রে ট্যাগ অফিসারদের পাশাপাশি ম্যাজিস্ট্রেটদেরও সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। ট্যাগ অফিসাররা তথ্য দিলে ম্যাজিস্ট্রেটরা তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নিচ্ছেন এবং সার্বক্ষণিক তদারকি করছেন।

জেলা প্রশাসক আরও বলেন, আমি নিজেও মাঠে গিয়ে সার্বিক পরিস্থিতি পরিদর্শন করেছি। এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। সরকারি কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়ন করাই আমাদের দায়িত্ব এবং এ ক্ষেত্রে আমরা সবসময় আপনাদের পাশে আছি।

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক পার্থ প্রতিম শীল।

সভায় বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোযাম্মেল আযম, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাজেদুল হক মানিক, সিনিয়র সাংবাদিক রফিকুল আলম, আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, তুহিন অরণ্য, বাসস প্রতিনিধি দিলরুবা খাতুন এবং কালবেলা জেলা প্রতিনিধি খান মাহমুদ আল রাফি প্রমুখ।

মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোযাম্মেল আযম বলেন, মেহেরপুর একটি ছোট জেলা হলেও সমস্যার শেষ নেই। তেলের সংকট ও শিক্ষার অব্যবস্থাপনা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব সমস্যা সমাধানে প্রশাসনকে আরও সক্রিয় হতে হবে।

সিনিয়র সাংবাদিক তুহিন অরণ্য বলেন, মেহেরপুরে বাল্যবিবাহের হার দিন দিন বাড়ছে। এর ফলে পারিবারিক ও সামাজিক নানা সমস্যা তৈরি হচ্ছে। এ বিষয়ে প্রশাসনের কার্যকর উদ্যোগ প্রয়োজন।

মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাজেদুল হক মানিক বলেন, মোটরসাইকেলের জ্বালানির পাশাপাশি কৃষি কাজেও তেলের সংকট প্রকট হয়ে উঠছে। কৃষকদের প্রয়োজন অনুযায়ী জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা জরুরি।

বাসস প্রতিনিধি দিলরুবা খাতুন বলেন, বাল্যবিবাহ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ডিভোর্সের হারও বাড়ছে। এই সামাজিক অবক্ষয় রোধে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা দরকার।

কালবেলা জেলা প্রতিনিধি খান মাহমুদ আল রাফি বলেন, তেল সংকটের পাশাপাশি শিক্ষা ব্যবস্থায়ও সমস্যা রয়েছে। বিশেষ করে কিছু প্রতিষ্ঠানে প্রাইভেট বাণিজ্য নিয়ে অভিযোগ রয়েছে, যা গুরুত্বসহকারে দেখা প্রয়োজন।

মতবিনিময় সভায় গণমাধ্যমকর্মীরা অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিতকরণ, জেলার জ্বালানি সরবরাহ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষিসহ বিভিন্ন খাতের সমস্যা ও সম্ভাবনার বিষয় তুলে ধরেন।

কুষ্টিয়ার নতুন জেলা প্রশাসক হিসেবে তৌহিদ বিন-হাসানের যোগদান

কুষ্টিয়ার নতুন জেলা প্রশাসক (ডিসি) হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন তৌহিদ বিন-হাসান।

সোমবার (১৬ মার্চ) বিকেলে তিনি কুষ্টিয়া সার্কিট হাউসে পৌঁছালে ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক আহমেদ মাহাবুব-উল-ইসলামসহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন। এরপর সন্ধ্যায় তিনি নিজ কার্যালয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

তৌহিদ বিন-হাসান এর আগে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন। গত রোববার (১৫ মার্চ) তাকে কুষ্টিয়ার ডিসি হিসেবে নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে সরকার। অন্যদিকে, বিদায়ী জেলা প্রশাসক ইকবাল হোসেনকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ওএসডি করা হয়েছে।

২৮তম বিসিএস (প্রশাসন) ব্যাচের কর্মকর্তা তৌহিদ বিন-হাসান কর্মজীবনে হবিগঞ্জের নবীগঞ্জে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এবং ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর ও বরিশালের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন।

শিক্ষাজীবনে তিনি রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাসের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘উন্নয়ন অধ্যয়ন’ (ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ) বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি যুক্তরাজ্যের কভেন্ট্রি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফাইন্যান্স বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

ভোট প্রদানে বাধাসৃষ্টিকারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে

মেহেরপুরের মুজিবনগরে গণভোট ২০২৬ উপলক্ষে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে প্রশাসনের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকাল সাড়ে ১১টার সময় মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্স মিনি সংসদ ভবনে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. সৈয়দ এনামুল কবীর বলেন, “আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে আপনারা নির্বিঘ্নে অংশগ্রহণ করবেন। যার যার মতামত প্রদান করবেন। যদি কোনো রাজনৈতিক দল ভোটারদের ভোট দিতে বাধা দেয়, আমাদের জানান। আমরা তার বিরুদ্ধে কঠোরভাবে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।”

এ সময় সকল ভোটারকে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে নির্বিঘ্নে ভোট প্রদান করার পরামর্শও প্রদান করেন জেলা প্রশাসক।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদার সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা নির্বাচন অফিসার এনামুল হক, সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সাকির আহমেদ।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হাফিজুর রহমানের সঞ্চালনায় গণভোট বিষয়ক প্রেজেন্টেশন উপস্থিত সকলের মাঝে তুলে ধরা হয়। এসময় আসন্ন গণভোট উপলক্ষে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ তাদের মতামত ও পরামর্শ উপস্থাপন করেন।

মতবিনিময় সভায় সরকারি কর্মকর্তা, স্কুল ও কলেজের শিক্ষকগণ, মুক্তিযোদ্ধা, জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক, মসজিদের ইমাম, গির্জা ও মন্দিরের পুরোহিত, গ্রাম পুলিশ এবং সরকারি বিভিন্ন অফিসের সুবিধাভোগীগণ অংশগ্রহণ করেন।

দিনের ভোট রাতে রাতের ভোট দিনে, অতীতের নির্বাচন ধারণা ভুলে যান

জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির বলেছেন, অতীতের নির্বাচনের ধারণাগুলো ভুলে যান। আমরা এখানে কাউকে ভয়-ভীতি সৃষ্টি করতে কাউকে এলাও করবো না, সে যেই হোক না কেন। কোনো ধরনের পেশি শক্তি যদি কেউ প্রদর্শন করে, তাকে আমরা আইনের আওতায় নিয়ে আসবো, সে যেই হোক না কেন এবং মানুষকে কালো টাকা, বেশি শক্তি, ভয়-ভীতি, প্রেসার ক্রিয়েট করে মানুষকে ভোট দেওয়াতে বাধ্য করবে এই ধরনের যত ফোর্স আছে, আমরা আমাদের পক্ষ থেকে নির্দ্বিধায় বলছি, আমরা তাদেরকে আইনের আওতায় নিয়ে আসবো।

গণভট ২০২৬ উপলক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক এবং মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সাথে গণবোধ প্রচার প্রচারণা বিষয়ে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শনিবার সকাল ১১টায় উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় উপজেলা পরিষদ হলরুমে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ সকল কথা বলেন তিনি।

তিনি আরো বলেন, ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ালে, এটা আসলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নির্মাণ করতে অসুবিধা করবে এবং নির্দ্বিধায় যদি আমাদের জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করতে না পারে, এই জাতি এগোতে আর পারবে না।

আমরা আগের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি দিনের ভোট রাতে, রাতের ভোট দিনে; একজনের ভোট আরেকজন এসে দিয়ে দিচ্ছে; নির্বাচন জেতার জন্য ব্যাপক কালো টাকা মানুষের মাঝে বিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রতীক বরাদ্দের পর যে প্রার্থীরা প্রচারণায় নামবেন, আমি তাদের প্রতি অনুরোধ করবো এখন থেকে আপনারা এই ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকবেন। আমাদের নলেজে আসলে আমরা আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হব।

মতবিনিময় সভার সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোঃ খাইরুল ইসলাম। এসময় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা

নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল হুদা, সদর থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবির, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সুকুমার মিত্র, জেলা আনসার ও ভিডিপির জেলা কমান্ড্যান্ট মোঃ কামরুজজামান প্রমুখ।

এছাড়াও এসময় জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধি এবং প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

মাদক ব্যবসায়ীদের কোনো ধরনের ছাড় দেওয়া হবে না

মুজিবনগরের মতো ঐতিহাসিক স্থানে এসে নিজেকে ধন্য মনে করছি। মেহেরপুরের মুজিবনগরের জন্য প্রথমেই একটি উদ্যোগ নিতে চাই মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স। এই উপজেলায় কারা মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত আমরা তাদের শনাক্ত করবো এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মাদক ব্যবসায়ীদের কোনো ধরনের ছাড় দেওয়া হবে না।

রবিবার দুপুরে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, সাংবাদিক, মুক্তিযোদ্ধা ও সুধীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন নবাগত মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির।

জেলা প্রশাসক আরও বলেন, আপনারা মুজিবনগরের বিভিন্ন সমস্যা দূরীকরণ ও সম্ভাবনা নিয়ে যেসব মতামত দিয়েছেন, সেগুলোর সমাধান ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সব উদ্যোগ নেওয়া হবে। সর্বোপরি, আমি একটি শান্তিপূর্ণ নির্বাচন উপহার দিতে চাই। তরুণ ভোটাররা যেন নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারে সে ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে। এজন্য আপনাদের সবাইকে যার যার অবস্থান থেকে সহযোগিতা করতে হবে। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যেকোনো কাজ সফল করা সম্ভব।

সভায় সভাপতিত্ব করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মণ্ডল। সভায় মুজিবনগরের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা তুলে ধরে

বক্তব্য দেন মুজিবনগর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল মোমিন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জেলা জামায়াতের পেশাজীবী বিভাগের সেক্রেটারি আল আমিন ইসলাম বকুল, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, উপজেলা জামায়াতে ইসলামের সাধারণ সম্পাদক খায়রুল বাসার, জাতীয় নাগরিক পার্টির জেলা যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফ হোসেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন মেহেরপুর জেলা মুখ্য সংগঠক শাওন শেখ, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ও মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক রকিব উদ্দীন, মুজিবনগর প্রেসক্লাব সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্স, বীর মুক্তিযোদ্ধা আহসান আলী খান, মুজিবনগর উপজেলা ইমাম সমিতির সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম, গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জহিরুল ইসলাম, দারিয়াপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আওলিয়া।

অনুষ্ঠানের শুরুতে একাডেমির সুপারভাইজার হাসনাইন করিমের সঞ্চালনায় মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করেন উপজেলা সহকারী প্রোগ্রামার মাসুদ রানা।

অনুষ্ঠান শেষে অসহায় ব্যক্তি ও আশ্রয়ণ প্রকল্পের বাসিন্দাদের মাঝে টিন ও সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়।

মুজিবনগরে যত মানুষ, রোপণ হবে তত গাছ

মুজিবনগরের মত একটি জায়গায় আসতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমি মেহেরপুরের মুজিবনগরের জন্য প্রথমেই একটি উদ্যোগ নিতে চাই। সেটা হলো মুজিবনগর উপজেলায় যত জনবল রয়েছে, তাদের মাথাপিছু একটি করে গাছ রোপণ করা। তখন আমরা বলতে পারবো মুজিবনগরে যত মানুষ রয়েছে, তার অনুযায়ী গাছ রয়েছে।

আজ বুধবার দুপুরে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, সাংবাদিক, মুক্তিযোদ্ধা ও সুধীজনদের সাথে মতবিনিময় কালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসকল কথা বলেন নবাগত মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল সালাম।

তিনি আরো বলেন, মুজিবনগরের প্রতিটি মানুষ যাতে নিজের স্বাক্ষর করতে পারে, সে লক্ষ্যে আমরা কাজ করবো। যে কোন ধরনের সেবা নিতে গেলে যারা স্বাক্ষর জানে না তাদের স্বাক্ষর শেখিয়ে তারপর সেবা দেওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত করবো। এছাড়া স্বাস্থ্য বিষয়ে তিনি বলেন, যে গর্ভবতী মা সিজার অপারেশন এড়িয়ে নরমাল ডেলিভারিতে সন্তান প্রসব করবে, আমাদের কাছে খবর আসা মাত্র প্রশাসন থেকে তাকে পুরস্কৃত করা হবে।

তিনি বলেন, আপনারা মুজিবনগরের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের বিষয়ে যে সকল মতামত দিয়েছেন, সেগুলো সমাধানসহ উন্নয়নের জন্য যাবতীয় কাজ করতে আমি উদ্যোগ গ্রহণ করবো।

এ জন্য আপনাদের সকলকে যার যার স্থান থেকে আমাদের সহযোগিতা করতে হবে। কারণ সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সব কিছুর উন্নয়ন সম্ভব।

মতবিনিময় সভার আগে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মণ্ডলের সভাপতিত্বে মুজিবনগরের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামের আমীর তাজ উদ্দিন খান, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জনপ্রতিনিধি আব্দুর রশিদ, নাগরিক পার্টির জেলা যুগ্ম সমন্বয়ক আরিফ হোসেন, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্স, বীর মুক্তিযোদ্ধা আহসান আলী খান, মুজিবনগর উপজেলা ইমাম সমিতির সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম, মুজিবনগর ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ ইসমাইল হোসেন, গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জহিরুল ইসলাম ও ভবানীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমিনুর রহমান।

অনুষ্ঠানের শুরুর দিকে একাডেমির সুপারভাইজার হাসনাইন করিমের সঞ্চালনায় মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করেন মুজিবনগর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাজমুস সাদাত রত্ন।

মুজিবনগরে বিভিন্ন সরকারি

দপ্তর পরিদর্শন করলেন জেলা প্রশাসক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়ন ভূমি অফিসসহ বিভিন্ন সরকারী দপ্তর পরিদর্শন করেছেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

সোমবার সকালে তিনি মোনাখালী ইউনিয়ন ভূমি অফিস, মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদ, ও মুজিবনগর আদর্শ মহিলা কলেজ পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি সরকারী কাজের অফিসের নথিপত্র যাচায়-বাছায় করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল ও মুজিবনগর উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি নাজমুস সাদাত রত্ন।

আত্মহননের চেষ্টায় ব্যর্থ

মানুষগুলোর পাশে আমাদের

দাঁড়াতে হবে

যারা আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন, তারা সমাজে অনেক সময় অবহেলার শিকার হন। তাদের আত্মবিশ্বাস কমে যায়, তারা স্বাভাবিকভাবে সমাজে মিশতে পারেন না। অথচ এই মানুষগুলোকেই আমাদের আগলে রাখতে হবে। তাদের সমাজের মূলধারায় ফিরিয়ে আনাই আমাদের মূল লক্ষ্য।

বৃহস্পতিবার দুপুরে কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে বলুহর ইউনিয়ন পরিষদ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত বিশেষ উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল।

জেলা প্রশাসক জানান, বাংলাদেশের মধ্যে আত্মহত্যার হার সবচেয়ে বেশি ঝিনাইদহ জেলায়। এ নিয়ে আমরা প্রতিটি উপজেলায় কাজ করছি। ইতোমধ্যে কয়েকটি উপজেলার কিছু ইউনিয়নে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। যদিও একা আমার পক্ষে জেলার সব ইউনিয়নে গিয়ে সবার কথা শোনা সম্ভব নয়, তবুও উপজেলা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে এ বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, জীবনকে ভালোবাসুন, আত্মহত্যাকে না বলুন এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আমরা সচেতনতামূলক কাজ করছি, এই উঠান বৈঠক তারই অংশ।

উঠান বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী আনিসুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট তানভীর ইসলাম, কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আমানউল্লাহ আল মামুন, কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জহিরুল ইসলাম, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা বসির আহমেদ, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শিলা বেগম এবং বলুহর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ওলিয়ায় বহমান।

উঠান বৈঠকে বলুহর ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ড থেকে গত ২৫ বছরে আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়া মোট ৪৫ জন।